CBCS B.A. POLITICAL SCIENCE
SEM-IV HONS - CC-10 : Global Politics:
TOPIC-II : Contemporary Global Issues - d. Migration
সমসাময়িক বিশ্বজনীন বিষয় - মানব পরিযাণ

Piku Das Gupta, Associate Professor, Dept. of Political Science

সমসাময়িক বিশ্বজনীন বিষয় – মানব পরিযাণ (বা অভিবাসন / মাইগ্রেশন)

ভূমিকা :

মানুষের স্থানান্তর হ'ল এক অঞ্চল থেকে অন্য অঞ্চলে মানুষের যেকোন চলাচলকে বোঝায়, প্রায়শই দীর্ঘ দূরত্ব বা বৃহত্তর দলে। প্রাগৈতিহাসিক এবং মানব ইতিহাস জুড়ে মানুষ ব্যাপকভাবে স্থানান্তরিত হয়েছে বলে জানা যায়। আধুনিক যুগে জনগোষ্ঠীর চলাফেরার অঞ্চল, দেশ বা তার বাইরেও স্বেচ্ছাসেবী অভিবাসন এবং স্বেচ্ছাসেবী অভিবাসন উভয়েরই অধীনে অব্যাহত রয়েছে, যার মধ্যে রয়েছে মানব পাচার এবং জাতিগত নির্মূলকরণ, ঐতিহাসিক স্থাপনা, পরিস্থিতি এবং দৃষ্টিভঙ্গির উপর নির্ভর করে যে সমস্ত লোকেরা স্থানান্তরিত হয় তাদের বিশেষত অভিবাসী, অভিবাসী বসতি বলা হয়।

মানব পরিযাণ বা অভিবাসন, যে কোনও কারণেই শুরু হয়েছিল, ইতিহাসের গ্রামীণ যুগকে প্রভাবিত করেছে, বিশ্বজুড়ে ভূমির ডেমোগ্রাফিক ল্যান্ডস্কেপ চিরতরে পরিবর্তিত হয়েছে, কিছু উপলক্ষ, উদ্ভাবন এবং পারস্পরিক সুবিধাগুলি নিয়ে এসেছে, এবং অন্যদের ধ্বংস ও দুর্ভোগ নিয়েছে। জলবায়ু পরিবর্তন এবং রাজনৈতিক বা ধর্মীয় নিপীড়ন, ধর্মীয় পণ্ডিত এবং বিশ্বাসী মানুষ সহ এই ধরনের ঘটনার বাহ্যিক কারণগুলি এ জাতীয় অনেক ঘটনা বিবেচনা করে।

মানব পরিযাণ বা অভিবাসন - প্রকার:

দেশীয় এবং আন্তর্জাতিক: পরিযাণগুলির দুটি প্রধান প্রকার রয়েছে। গার্হস্থ্য পরিযাণগুলিতে লোকেরা তাদের জন্মভূমির মধ্যে চলে যায়, এটি এক শহর থেকে পরের বা দেশ জুড়েই হোক। এটি ঘনত্বের এক স্তর থেকে অন্য গ্রামে যেমন গ্রামাঞ্চলে (বা বিপরীতে) স্থানান্তরিত হওয়ার রূপ নিতে পারে।

আন্তর্জাতিক পরিযাণ বা অভিবাসন আন্তর্জাতিক সীমানা অতিক্রম জড়িত। ইউরোপীয় ইউনিয়নের সদস্য দেশগুলির মধ্যে তুলনামূলকভাবে স্বল্প দূরত্বের মধ্যে আন্তর্জাতিক অভিবাসন ঘটতে পারে বা এশিয়া থেকে আফ্রিকার মতো সম্পূর্ণ ভিন্ন মহাদেশে চলে যেতে পারে।

ইউএন মাইগ্রেশন এজেন্সি একজন অভিবাসীকে সংজ্ঞা দেয় যে কোনও ব্যক্তি যে কোনও আন্তর্জাতিক সীমান্ত পেরিয়ে বা একটি রাজ্যের অভ্যন্তরে তার আবাসস্থল থেকে দূরে সরে গেছে বা চলে গেছে, (১) ব্যক্তির আইনী অবস্থান নির্বিশেষে; (২) আন্দোলন স্বেচ্ছাসেবী বা অনৈচ্ছিক হোক; (3) আন্দোলনের কারণগুলি কী; বা (4) থাকার দৈর্ঘ্য কত। অভিবাসন সাধারণত স্থায়ী ক্রিয়া হিসাবে বিবেচিত হয়, যদিও কিছু লোক স্থায়ীভাবে স্থির না হয়ে দীর্ঘ সময় (মাস বা বছর) এর জন্য অন্য জায়গায় চলে যায়।

অভিবাসনের ইতিহাস: সর্বদা এবং সবচেয়ে বড় পরিস্থিতিতে মানব স্থানান্তরিত হয়েছে। তারা উপজাতি, জাতীয়, শ্রেণি এবং স্বতন্ত্র স্তরে জড়িত। কারণগুলি জলবায়ু, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, ধর্মীয় বা কেবল মাত্র দুঃসাহসিক কাজ

ভালোলাগার জন্য। এর কারণ ও ফলাফল জাতিতত্ত্ব, রাজনৈতিক ও সামাজিক ইতিহাস এবং রাজনৈতিক ও অর্থনীতি অধ্যয়নের জন্য মৌলিক অধ্যায়।

প্রাথমিক অভিবাসন: প্রায় দশ মিলিয়ন বছর আগে ইউরোশিয়া জুড়ে আফ্রিকার বাইরে হোমো ইরেক্টাসের চলাচলের মধ্য দিয়ে মানব জনগোষ্ঠীর migতিহাসিক স্থানান্তর শুরু হয়েছিল। পরবর্তী জনসংখ্যার আন্দোলনের মধ্যে উল্লেখযোগ্যভাবে নিওলিথিক বিপ্লব, ইন্দো-ইউরোপীয় সম্প্রসারণ এবং তুর্কি সম্প্রসারণ সহ প্রাথমিক মধ্যযুগীয় গ্রেট মাইগ্রেশন অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। যুগের অন্বেষণ এবং ইউরোপীয় উপনিবেশবাদের শুরুতে আধুনিক যুগ থেকেই অভিবাসনের তীব্র গতিতে নেতৃত্ব দেয়।

ব্রোঞ্জ যুগ: ঐতিহাসিক উত্স থেকে প্রথম স্থানান্তরগুলি হল দ্বিতীয় সহস্রাব্দ বি.সি.ই. অনুমান করা হয় যে প্রোটো-ইন্দো-ইরানীরা সিএ থেকে তাদের সম্প্রসারণ শুরু করেছিল। ইন্ডো-আর্য অভিবাসন অনুমানের ২০০০ বি.সি.ই সূচিত করে যে তারা সিএ দ্বারা পশ্চিমে আশেরিয়া এবং পূর্বে পাঞ্জাবে পৌঁছেছিল। ১৫০০ বি.সি.ই.

দ্য গ্রেট মাইগ্রেশন: পশ্চিমী ঐতিহাসিকরা অভিবাসনের সময়কালকে উল্লেখ করেছেন যা প্রাচীন যুগকে ইউরোপের মধ্যযুগ থেকে পৃথক করে মহান অভিবাসন বা মাইগ্রেশন পিরিয়ড হিসাবে চিহ্নিত করেছিল।

ষোড়শ শতক থেকে বিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে ইউরোপীয় উপনিবেশবাদ বিশ্বের অনেক অঞ্চলে বিশেষত আমেরিকা, দক্ষিণ এশিয়া, উপ-সাহারান আফ্রিকা এবং অস্ট্রেলিয়ায় ইউরোপীয় উপনিবেশকে আরোপিত করেছিল, যেখানে ইউরোপীয় ভাষা হয় প্রচলিত বা ঘন ব্যবহারে প্রশাসনিক ভাষা হিসাবে। অষ্টাদশ শতাব্দীর পূর্বে প্রধান মানবিক অভিবাসন মূলত রাষ্ট্র পরিচালিত ছিল।

ইউরোপে শ্রমের অভাবের কারণে গণ অভিবাসনকে উত্সাহ দেওয়া হয়নি (যার মধ্যে স্পেনই সতেরো শতকের মূল অঞ্চলগুলির জনসংখ্যা দ্বারা সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছিল)। ইউরোপীয়রাও এই সময়কালে নিউ ওয়ার্ল্ডে গ্রীষ্মমন্ডলীয় রোগে আক্রান্ত হওয়ার প্রবণতা পোষণ করেছিল এবং এ কারণে ইংল্যান্ড, ফ্রান্স এবং স্পেন তাদের আমেরিকান সম্পদে নিখরচায় দাস ব্যবহার করা পছন্দ করেছিল।

ইউরোপে জনসংখ্যা বৃদ্ধির কারণে অষ্টাদশ শতাব্দীতে এটি পরিবর্তিত হয়েছিল। লাতিন আমেরিকাতে দেশত্যাগের ক্ষেত্রে স্প্যানিশ বিধিনিষেধ প্রত্যাহার করা হয়েছিল এবং উত্তর আমেরিকার ইংরেজী উপনিবেশগুলি সস্তার বা নিখরচায় জমি, অর্থনৈতিক সুযোগ এবং ধর্মীয় সহিষ্ণুতার দ্বারা আকৃষ্ট হয়ে বসতি স্থাপনকারীদের একটি বিশাল আগমন দেখেছিল। ১৮০০ এর মধ্যে, ইউরোপীয় দেশত্যাগ আমেরিকান মহাদেশের ডেমোগ্রাফিক চরিত্রকে পরিবর্তিত করেছিল। দক্ষিণ এশিয়া ও আফ্রিকার মতো অন্য কোথাও তাদের প্রভাব কম স্পষ্ট ছিল, এই সময়কালে ইউরোপীয় বসতি প্রশাসনিক, ব্যবসায়ী এবং সৈন্যদের স্তর পর্যন্ত সীমাবদ্ধ ছিল।

শিল্পায়ন (Industrialisation):

অষ্টাদশ শতাব্দীর পর থেকে (স্বেচ্ছাসেবী দাস ব্যবসায় সহ) অভিবাসনের গতি ত্বরান্বিত হয়েছিল, তবে উনিশ শতকে এটি আরও বাড়বে। বিশিষ্ট তিন ধরণের মাইগ্রেশন পরিচালনা করা:

- **মাইগ্রেশন,**
- **শরণার্থী স্থানান্তর এবং সর্বশেষে**
- **নগরায়ন**

লক্ষ লক্ষ কৃষক গ্রামাঞ্চল ছেড়ে শহরগুলিতে চলে এসেছেন অভূতপূর্ব নগরায়নের ফলে। এই ঘটনাটি ব্রিটেনে আঠারো শতকের শেষের দিকে শুরু হয়েছিল এবং বিশ্বজুড়ে ছড়িয়ে পড়েছিল এবং আজও বহু অঞ্চলে অব্যাহত রয়েছে। শিল্পীকরণ যেখানে-সেখানেই স্থানান্তরকে উত্সাহিত করেছিল। ক্রমবর্ধমান বৈশ্বিক অর্থনীতি বাজারকে বিশ্বায়ন করেছে। আটলান্টিক ক্রীতদাসের ব্যবসায় ১৮২০ এর পরে খুব দ্রুত হ্রাস পেয়েছিল, যা ইউরোপ এবং এশিয়া থেকে বৃক্ষরোপণে স্ব-বাঁধা চুক্তির শ্রম মাইগ্রেশনকে জন্ম দিয়েছিল।

অতিরিক্ত জনসংখ্যা, উন্মুক্ত কৃষি সীমানা এবং ক্রমবর্ধমান শিল্প কেন্দ্রগুলি স্বেচ্ছাসেবীর প্রতি আকৃষ্ট হয়েছে, উত্সাহিত হয়েছিল এবং কখনও কখনও বাধ্যতামূলকভাবে অভিবাসনকে আকৃষ্ট করে। তদুপরি, পরিবহন প্রযুক্তির উন্নত কৌশল দ্বারা অভিবাসন উল্লেখযোগ্যভাবে সহজ হয়েছিল।

বিংশ শতাব্দী

১৮৪৬ এবং ১৯৪০ এর মধ্যে, বিশ্বব্যাপী ব্যাপক স্থানান্তর ঘটেছিল। ট্রান্সন্যাশনাল মাইগ্রেশন চলাচলের আকার এবং গতি নজিরবিহীন হয়ে ওঠে। প্রায় ৫৫ মিলিয়ন অভিবাসী ইউরোপ থেকে আমেরিকা চলে এসেছিল এবং আরও ২.৫ মিলিয়ন এশিয়া থেকে আমেরিকা চলে গেছে। এই ট্রান্সলেটল্যান্টিক মাইগ্রেশনগুলির মধ্যে ৬৫ শতাংশ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে গিয়েছিল। অন্যান্য বড় প্রাপ্ত দেশগুলি হলেন আর্জেন্টিনা, কানাডা, ব্রাজিল এবং কিউবা।

এই একই সময়ে এশিয়ার মধ্যে একই রকম বিপুল সংখ্যক লোক বড় দূরত্বে পাড়ি জমান। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া মূলত ভারত এবং দক্ষিণ চীন থেকে পঞ্চাশ লক্ষ অভিবাসী পেয়েছিল। উত্তর এশিয়া — মাঞ্চুরিয়া, সাইবেরিয়া, মধ্য এশিয়া এবং জাপান একসাথে আরও ৫০ মিলিয়ন ডলার পেয়েছিল। এই সময়কালে আফ্রিকা থেকে এবং এর মধ্যে স্থানান্তরিত হওয়ার সঠিক সংখ্যা সম্পর্কে কম জানা যায়, তবে আফ্রিকা বিভিন্ন উত্স থেকে ১৮৫০ এবং ১৯৫০ এর মধ্যে অভিবাসন চাপ অনুভব করেছিল।

বিংশ শতাব্দীতে যুদ্ধ ও রাজনীতির কারণে অভিবাসী প্রবাহের বৃদ্ধিও ঘটেছিল, বিপুল সংখ্যক শরণার্থী তাদের জন্মভূমি অনুভব করে যেগুলি তাদের গোষ্ঠী বা ধর্মের বিরোধী দলগুলির দ্বারা দখল করা হয়েছিল। মুসলিমরা বাল্কান থেকে তুরস্কে চলে গেছে, এবং খ্রিস্টানরা অটোমান সাম্রাজ্যের পতনের সময় অন্যভাবে চলে গিয়েছিল। বিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে ৪০০,০০০ ইহুদি ফিলিস্তিনে চলে এসেছিল। রাশিয়ান গৃহযুদ্ধের ফলে প্রায় ৩ মিলিয়ন রাশিয়ান, মেরু এবং জার্মান সোভিয়েত ইউনিয়ন থেকে বেরিয়ে এসেছিল। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ এবং ডিক্লোনাইজেশনের ফলেও একই হয়েছিল।

মানব পরিযাণ - কারণসমূহ::

মাইগ্রেশনের কারণগুলি ঠেলা (পুশ) এবং টানের (পুল) কারণ হিসাবে দেখা যেতে পারে - যে কারণগুলি হল জোর করে কাউকে মাইগ্রেশনে ঠেলে দেয় বা তাদের আকর্ষণ করে। পুশ এবং টান ফ্যাক্টরগুলি সাধারণত চুম্বকের উপর উত্তর এবং দক্ষিণ মেরু হিসাবে বিবেচিত হয়।

পুশ ফ্যাক্টরগুলি: পুশ ফ্যাক্টর একটি জোরালো ফ্যাক্টর এবং এমন একটি উপাদান যা ব্যক্তি দেশ থেকে স্থানান্তরিত হয় তার সাথে সম্পর্কিত। এটি সাধারণত একটি সমস্যা যার ফলশ্রুতিতে লোকেরা চলে যেতে চায়। বিভিন্ন ধরণের পুশ ফ্যাক্টর অন্তর্ভুক্ত:

- **দুর্বল চিকিত্সা ব্যবস্থা**
- **পর্যাপ্ত চাকরির অভাব**
- **আরও সুযোগ**
- **কিছু আদিম সামাজিক শর্ত**
- **রাজনৈতিক ভয়**
- **নির্যাতন ও দুর্ব্যবহারের ভয়**
- **ধর্ম পালনে সক্ষম না হওয়া**
- **সম্পদ হ্রাস**
- **প্রাকৃতিক দুর্যোগ (জলবায়ু পরিবর্তন সহ)**

টাণের কারণগুলি: টান ফ্যাক্টর এমন একটি বিষয় যা কোনও ব্যক্তি অভিবাসনে চলে আসে। এটি সাধারণত এমন একটি ভাল জিনিস যা মানুষকে একটি নির্দিষ্ট জায়গায় আকর্ষণ করে।

- **চাকরি পাওয়ার সম্ভাবনা**
- **উন্নত জীবনমান ও অধিক আয়**
- **জীবন উপভোগ**
- **শিক্ষা**
- **আরও ভাল চিকিৎসা সেবা**
- **নিরাপত্তা**
- **পারিবারিক যোগাযোগসুত্র**

প্রভাব :

মানব পরিযাণ বা অভিবাসন অন্য যে কোনও প্রক্রিয়ার মতোই জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রকে আকার দেয়। এই প্রভাবগুলি, যার উভয় সুবিধা এবং অসুবিধা রয়েছে, এর মধ্যে রয়েছে:

- **জনসংখ্যার পরিবর্তন:** মানব স্থানান্তর পৃথক সংস্কৃতির বিকাশ, সংস্কৃতির বিস্তারে, এবং বিশ্বের বিভিন্ন অঞ্চলে সংস্কৃতি এবং বহু-সাংস্কৃতিক জনসংখ্যার জটিল সংমিশ্রণে অবদান রেখে বিশ্ব ভূগোলের উপর উল্লেখযোগ্য প্রভাব ফেলেছে।

  বিভিন্ন সংস্কৃতি এবং বর্ণের মিশ্রণ: এটি প্রায়শই নেতিবাচক সামাজিক আচরণের দিকে পরিচালিত করে সংখ্যাগুরু এবং সংখ্যালঘুদের মধ্যে সমাজে উত্তেজনা, এর পরে প্রায়শই স্থানীয় লড়াই, বর্ণবাদ এবং বর্ণ বৈষম্য দেখা দেয়। অপরাধ বেড়ে যাওয়ার ফলও হতে পারে। তবে বিভিন্ন সমাজে প্রভাবগুলি পৃথক হয়। অভিবাসনের কিছু ইতিবাচক সাংস্কৃতিক প্রভাবও রয়েছে, উদাহরণস্বরূপ সাংস্কৃতিক অভিজ্ঞতা এবং নতুন জ্ঞানের বিনিময়।

- **জনসংখ্যা-বিষয়ক পরিণতি:** যেহেতু মাইগ্রেশন নির্দিষ্ট বয়সের দ্বারা নির্বাচিত হয়, তাই অভিবাসীরা বেশিরভাগই তরুণ এবং উত্পাদনশীল। এটি জনসংখ্যা-বিষয়ক (ডেমোগ্রাফিক) সংকট সৃষ্টি করতে পারে - জনসংখ্যার বয়সকে বৃদ্ধির পরে, অর্থনৈতিক সমস্যাগুলি দ্বারা সঙ্কুচিত হতে পারে (সঙ্কুচিত অর্থনৈতিকভাবে সক্রিয় জনসংখ্যার বর্ধিত নিষ্ক্রিয় জনসংখ্যার অর্থায়ন করতে হবে)। আদিকাল থেকেই মানবতা চলছিল। কিছু লোক কাজ বা অর্থনৈতিক সুযোগের সন্ধানে, পরিবারে যোগ দিতে বা অধ্যয়নের জন্য সরে যায়। অন্যরা সংঘাত, নিপীড়ন, সন্ত্রাসবাদ বা মানবাধিকার লঙ্ঘন থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য পদক্ষেপ নেয়। এখনও অন্যরা জলবায়ু পরিবর্তন, প্রাকৃতিক দুর্যোগ বা অন্যান্য পরিবেশগত কারণগুলির বিরূপ প্রতিক্রিয়ার প্রতিক্রিয়া হিসাবে সরানো হয়।

  আজ, আগের তুলনায় আরও বেশি লোক তারা জন্মগ্রহণ করেছে এমন এক দেশ ছাড়া অন্য দেশে বাস করে। ২০১২ সালে বিশ্বব্যাপী অভিবাসীদের সংখ্যা প্রায় ২২২ মিলিয়ন পৌঁছেছে, যা ২০১০ সালের তুলনায় ৫১ মিলিয়ন বেশি। আন্তর্জাতিক অভিবাসীরা বিশ্ব জনসংখ্যার ৩.৫ শতাংশ। ২০০০ সালে ২.৮ শতাংশ এবং ১৯৮০ সালে ২.৩ শতাংশের তুলনায় বিশ্বের জনসংখ্যায় আন্তর্জাতিক অভিবাসীদের অনুপাতও বেড়েছে।

- **অর্থনৈতিক ফলাফল**, যা দেশগুলির উন্নয়নের জন্য সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ।

জাতিসংঘের সদস্য দেশগুলি শরণার্থী ও অভিবাসীদের জন্য নিউইয়র্ক ঘোষণা হিসাবে পরিচিত একশ্রেণীতে প্রতিশ্রুতি গ্রহণ করেছে, যেখানে তারা **মানব পরিযাণের** জন্য একটি বিস্তৃত পদ্ধতির প্রয়োজনীয়তার স্বীকৃতি দেয়। নিউ ইয়র্কের ঘোষণাপত্রটি স্থায়ী ও অন্তর্ভুক্তিমূলক উন্নয়নে অভিবাসীদের ইতিবাচক অবদানকে স্বীকৃতি দেয় এবং তাদের অভিবাসী অবস্থান নির্বিশেষে সকল অভিবাসীর সুরক্ষা, মর্যাদা এবং মানবাধিকার এবং মৌলিক স্বাধীনতা রক্ষার প্রতিশ্রুতি দেয়।